রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, এপ্রিল ২৬, ২০১৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

অধিশাখা-৬

প্রজ্ঞাপন

তারিখ ঃ ৮ বৈশাখ ১৪২২ বঙ্গাব্দ/২১ এপ্রিল ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

এস. আর. ও. নং ৮৬-আইন/২০১৫।—বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন) এর ধারা ১৪০ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, উক্ত আইনের ধারা ১৩৯ এর অধীন "মৎস্য শিকারী ট্রলার ইন্ডাস্ট্রিজ" শিল্প সেক্টরের, অতঃপর উক্ত শিল্প সেক্টর বলিয়া উল্লিখিত, শ্রমিকদের জন্য, নিম্নতম মজুরী বোর্ড কর্তৃক সুপারিশকৃত, নিম্নের তফসিলে বর্ণিত মজুরীর হারকে, নিম্নে উল্লিখিত শর্ত সাপেক্ষে, উক্ত শ্রমিকদের জন্য নিম্নতম মজুরীর হার হিসাবে এতদ্বারা ঘোষণা করিল, যথা :—

তফসিল

ক্রমিক নং	শ্রমিক পদবিন্যাস ও শ্রেণী বিভাগ	মূল মজুরী (টাকা)	বাড়ী ভাড়া ভাতা টাকা (মূল মজুরীর ৪০%)	চিকিৎসা ভাতা টাকা	সর্বমোট টাকা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১।	**গ্রেড-১ :** বসন	৯,০৫০/-	৩,৬২০/-	৪৪০/	১৩,১১০/-
২।	**গ্রেড-২ :** ১। ট্রল অপারেটর ২। ফিস মাস্টার ৩। ইঞ্জিন ফিটার/ মেকানিক	৮,৫০০/-	৩,৪০০/-	৪৪০/	১২,৩৪০/-

মূল্য টাকা ৮.০০

ক্রমিক নং	শ্রমিক পদবিন্যাস ও শ্রেণী বিভাগ	মূল মজুরী (টাকা)	বাড়ী ভাড়া ভাতা টাকা (মূল মজুরীর ৪০%)	চিকিৎসা ভাতা টাকা	সর্বমোট টাকা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৩।	**গ্রেড-৩ :** ১। ট্রল এসিসটেন্ট ২। ফিস এসিসটেন্ট ৩। প্রসেস এসিসটেন্ট	৭,৯০০/-	৩,১৬০/-	৪৪০/-	১১,৫০০/-
৪।	**গ্রেড-৪ :** ১। নাবিক-এ ২। পাচক-এ ৩। থ্রিজার-এ	৬,৫০০/-	২,৬০০/-	৪৪০/-	৯,৫৪০/-
৫।	**গ্রেড-৫ :** ১। নাবিক-বি ২। পাচক সহকারী ৩। জুনিয়র থ্রিজার	৫,৩৭৫/-	২,১৫০/-	৪৪০/-	৭,৯৬৫/-
৬।	**গ্রেড-৬ :** ১। নাবিক-সি ২। অয়েলম্যান	৪,৫০০/-	১,৮০০/-	৪৪০/-	৬,৭৪০/-
৭।	**গ্রেড-৭ :** ১। নাবিক-ডি	৩,৪০০/-	১,৩৬০/-	৪৪০/-	৫,২০০/-
৮।	**শিক্ষানবিস শ্রমিক**	মাসিক সর্বসাকুল্যে ৩,৫০০/-			

শর্তাবলী

(১) বাংলাদেশে অবস্থিত "মৎস্য শিকারী ট্রলার ইন্ডাস্ট্রিজ" শিল্প সেক্টরে, অতঃপর উক্ত শিল্প সেক্টর বলিয়া উল্লিখিত, নিয়োজিত শ্রমিকগণের পদবী, কাজের ধরন ও প্রকৃতি, চাকুরীকাল, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা, ইত্যাদি বিবেচনাক্রমে উপরি-উক্ত তফসিলে, অতঃপর তফসিল বলিয়া উল্লিখিত, উল্লিখিতভাবে,—

শ্রমিকগণকে যথাক্রমে গ্রেড-১, গ্রেড-২, গ্রেড-৩, গ্রেড-৪, গ্রেড-৫, গ্রেড-৬ ও গ্রেড-৭ এই ৭ (সাত) শ্রেণীতে-বিভক্ত করিয়া পদ বিন্যাস করিতে হইবে।

(২) উক্ত শিল্প সেক্টরের শ্রমিকগণের ক্ষেত্রে, তফসিলে উল্লিখিত হারে, মাসিক ভিত্তিতে নিম্নতম মজুরী, বিভিন্ন ভাতা ও সুবিধাদি নির্ধারিত হইবে, যাহা বাংলাদেশে অবস্থিত সকল এলাকার "মৎস্য শিকারী ট্রলার ইন্ডাস্ট্রিজ" এর জন্য প্রযোজ্য হইবে।

(৩) তফসিলে উল্লিখিত পদবিন্যাস ব্যতীত যদি শ্রমিকগণের অতিরিক্ত কোন পদ উক্ত শিল্প সেক্টরে পূর্ব হইতে বিদ্যমান থাকে অথবা পরবর্তীতে সংযোজিত হয়, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট পদকে তফসিলে উল্লিখিতভাবে যথাযথ গ্রেডে অন্তর্ভুক্ত করিয়া উহার মজুরী নির্ধারণ করিতে হইবে।

(৪) উক্ত শিল্প সেক্টরের শ্রমিকগণ বর্তমানে যে গ্রেডে কর্মরত আছেন, সেই গ্রেডেই তাহাদিগকে স্থলাভিষিক্ত করিয়া, তফসিলে উল্লিখিত মজুরী কাঠামোর সহিত সমন্বয়পূর্বক, তাহাদের মজুরী নির্ধারণ করিতে হইবে এবং কোন শ্রমিককে কোন কারণেই নিম্ন গ্রেডভুক্ত করা যাইবে না।

(৫) এই প্রজ্ঞাপন জারীর পর হইতে উক্ত শিল্প সেক্টরের মালিকগণকে তফসিলে উল্লিখিত পদবিন্যাস অনুযায়ী শ্রমিকগণকে যথাযথ পদে সন্নিবেশ করিয়া মজুরী নিবন্ধনভুক্তকরতঃ মজুরী স্লিপ প্রদান করিতে হইবে।

(৬) তফসিলে উল্লিখিত মজুরী উক্ত শিল্প সেক্টরের শ্রমিকগণের নিম্নতম মজুরী হিসাবে গণ্য হইবে এবং কোন কারণেই কোন শ্রমিককে উক্ত নিম্নতম মজুরী অপেক্ষা নিম্নতম মজুরী প্রদান করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন শ্রমিক ইতোমধ্যে উক্ত নিম্নতম মজুরী অপেক্ষা অধিক হারে মজুরী প্রাপ্ত হইয়া থাকিলে তাহার মজুরী হ্রাস করা যাইবে না:

আরও শর্ত থাকে যে, নিয়োগকর্তা বা মালিকগণ ইচ্ছা করিলে, স্ব-উদ্যোগে এককভাবে অথবা যৌথ উদ্যোগে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী, শ্রমিকগণকে অধিক হারে মজুরী প্রদান করিতে পারিবেন।

(৭) কোন শ্রমিক কোন ঠিকাদারের মাধ্যমে উক্ত শিল্প সেক্টরে নিয়োজিত হইয়া মজুরী প্রাপ্ত হইয়া থাকিলে, উক্ত শ্রমিক বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬, অতঃপর শ্রম আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২(৬৫) অনুযায়ী "শ্রমিক" বলিয়া গণ্য হইবেন এবং সংশ্লিষ্ট শ্রমিক ঠিকাদারের নিকট প্রাপ্য পাওনাদির ক্ষেত্রে কোন সমস্যা সৃষ্টি হইলে তাহার দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট মালিকের উপর বর্তাইবে।

(৮) শর্ত ৭ এ উল্লিখিত ঠিকাদার কোন শ্রমিককে, যে কোন কারণেই হউক না কেন, তফসিলে উল্লিখিত নিম্নতম মজুরী অপেক্ষা নিম্নতর মজুরী প্রদান করিতে পারিবেন না এবং তাহাকে শ্রম আইনের ধারা ১২১, ১৫০ ও ১৬১ এর বিধান মোতাবেক মালিকের ন্যায় একইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(৯) উক্ত শিল্প সেক্টরের কোন মালিক যদি শ্রমিককে ফূরণভিত্তিক (Piece Rate) মজুরী প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে উক্ত মজুরীর হারকে এইরূপে সংশোধন করিতে হইবে যেন সংশ্লিষ্ট শ্রেণীভুক্ত শ্রমিকগণের জন্য তফসিলে যে নিম্নতম মজুরী নির্ধারণ করা হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা তিনি নিম্নতর মজুরী প্রাপ্ত না হন।

(১০) তফসিলে উল্লিখিত নিম্নতম মজুরী ও বিভিন্ন ভাতাদি ছাড়াও উক্ত শিল্প সেক্টরের শ্রমিকগণ কর্মরত প্রতিষ্ঠানে ইতোমধ্যে অন্যান্য যে সকল সুযোগ-সুবিধা ও ভাতাদি প্রাপ্ত হইতেছেন, তাহা শ্রম আইনের ধারা ১৪৯ ও ৩৩৬ এর বিধান মোতাবেক বলবৎ ও অব্যাহত থাকিবে।

(১১) উক্ত শিল্প সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকগণ গেজেট প্রকাশের তারিখ হইতে ১(এক) বছর পর মূল মজুরীর ৫% হারে মজুরী বৃদ্ধির সুবিধা পাইবে।

(১২) শ্রমিকগণের শিক্ষানবিসকাল হইবে ৩ (তিন) মাস এবং শিক্ষানবিসকাল সন্তোষজনকভাবে সমাপ্ত হইলে শিক্ষানবিস শ্রমিকগণ সংশ্লিষ্ট শ্রেণীতে স্থায়ী শ্রমিক নিযুক্ত হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন কারণে শিক্ষানবিসকালে একজন শিক্ষানবিস শ্রমিকের কাজের মান নির্ণয় করা সম্ভব না হয়, তবে কেবল উক্ত শ্রমিকের ক্ষেত্রে শিক্ষানবিসকাল আরও ৩ (তিন) মাস বৃদ্ধি করা যাইবে।

(১৩) উক্ত শিল্প সেক্টরের শ্রমিকগণ শ্রম আইনের বিধান মোতাবেক অন্যান্য সুবিধাদি প্রাপ্য হইবেন।

(১৪) এই সুপারিশের কোন অংশ প্রচলিত কোন আইনের সহিত সাংঘর্ষিক হইলে, উক্ত অংশ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

২। এই প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মহিউদ্দিন আহমেদ খান
উপসচিব।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd